প্রথম আলো

AUG. 17 2006

পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৮

বেসরকারি বিদ্যালয়-মহাবিদ্যালয়ে দেড় মাসের ধর্মঘটের অবসান

নিজস্ব প্রতিবেদক

সরকারবিরোধী বলে পরিচিত বাংলাদেশ শিক্ষক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ ধর্মঘট স্থগিত করে আন্দোলন কর্মসূচি অব্যাহত রাখার ঘোষণা দিয়েছে। গতকাল বুধবার পরিষদ আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ ঘোষণা দেওয়া হয়। বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ে প্রতিনিধিত্বশীল বড় তিনটি জোট এর আগে ধর্মঘট স্থগিত বা প্রত্যাহার করে। সর্বশেষ ঐক্য পরিষদ ধর্মঘট স্থগিত করায় প্রায় দেড় মাস ধরে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে চলমান সংকটের অবসান হলো।

রাজধানীর কমরেড মণি সিংহ-ফরহাদ স্মৃতি ট্রাস্ট মিলনায়তনে ঐক্য পরিষদ আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, শিক্ষার্থীর বেতন সরকারি কোষাগারে দেওয়ার ঘোষণা প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত আন্দোলন চলবে। আন্দোলনের অংশ হিসেবে ১৯ থেকে ২৪ আগস্ট পর্যন্ত মতবিনিময় সভা ও ২৬ আগস্ট থেকে ২২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বিভাগীয় সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে। এর মধ্যে দাবি পূরণ না হলে পরবর্তী সময় জাতীয় প্রতিনিধি সভায় কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পড়ে শোনান পরিষদের আহ্বায়ক অধ্যক্ষ এম এ আউয়াল সিদ্দিকী। উপস্থিত ছিলেন ড. ম আখতারুজ্জামান, অধ্যক্ষ শাহজাহান আলম রাজু, প্রদীপ চক্রবর্তী, আবু বকর সিদ্দিক, এম এ বারী, মণি হালদার প্রমুখ।

সরকারি কোষাগারে ছাত্রবেতন জমা দেওয়া প্রসঙ্গে জাতীয় শিক্ষক কর্মচারী ফ্রন্ট গতকাল জাতীয় প্রেসক্লাবে মতবিনিময় সভা আহ্বান করে। সভায় বক্তারা বলেন, আর্থিক দুরবস্থার মধ্যে এমনিতেই বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো কোনোমতে জোড়াতালি দিয়ে চলছে। এরপর ছাত্রবেতন সরকারি কোষাগারে দিতে হলে অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যাবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো চক, ডাস্টার, তালাচাবি, ব্লাকবোর্ডও কিনতে পারবে না।

ফ্রন্টের প্রধান সমন্বয়কারী অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদের সভাপতিত্বে সভায় বক্তৃতা করেন মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম, আসাদুল হক, মোহাম্মদ আলী, খান মোশাররফ হোসেন, বিলকিস জামান, এম আরজু প্রমুখ।

শিক্ষক কর্মচারী ঐক্যজোট ছুটির দিনে ক্লাস নিয়ে শিক্ষার্থীদের ক্ষতি পুষিয়ে দেওয়ার জন্য শিক্ষকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। ঐক্যজোটের প্রধান সমন্বয়কারী মো. সেলিম ভুঁইয়া এবং আহ্বায়ক কাজী আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, কোনো অবস্থায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বেতন সরকারের কোষাগারে দেওয়া হবে না।

বাংলাদেশ শিক্ষক কর্মচারী সমন্বয় পরিষদের এক জরুরি সভায় বলা হয়েছে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এক টাকাও সরকারি কোষাগারে দেওয়া হবে না। অধ্যক্ষ আশরাফুল আলমের সভাপতিত্বে সভায় বক্তব্য রাখেন পরিষদের মহাসচিব শেখ আবদুছ ছালাম, অধ্যক্ষ রবিউল হক, শহিদুল্লাহ মোল্লা প্রমুখ।